যায়যায়দিন

তারিখ 11 AUG 2009
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

স্কুল কলেজের সভাপতি নির্ধারণ করছেন আওয়ামী লীগ নেতারা

চৌগাছা (যশোর) সংবাদদাতা

যশোরের চৌগাছা উপজেলার সব বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজের সভাপতি হচ্ছে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। ঝাল-পেঁয়াজ ব্যবসায়ী ও মুদি দোকানদাররাও এমপির ডিও লেটার পাচ্ছেন। জানা যায়, ৭ জুলাই মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড যশোরের বিদ্যালয় পরিদর্শক জেলা মাধ্যমিক ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে উপজেলার সব মাধ্যমিক, নিম্ন মাধ্যমিক ও কলেজগুলোতে নির্দেশ পাঠায়, যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির মেয়াদ শেষ হয়েছে অথবা দুই বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, তাদের অ্যাডহক কমিটি গঠন করতে হবে। শিক্ষা বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট এলাকার সংসদ সদস্য বিদ্যানুরাগী গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সভাপতি মনোনয়নের জন্য ডিও লেটার প্রদান করবেন। সংসদ সদস্যের ডিও লেটার প্রদানের ক্ষমতা থাকলেও চৌগাছা উপজেলায় কোনো প্রতিষ্ঠানের কে সভাপতি হবেন- সেটা নির্ধারণ করছেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান এস এম হাবিবুর রহমান। এরই মধ্যে প্রায় অর্ধশত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি মনোনয়নের ডিও লেটার চূড়ান্ত করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কোনো কোনো ভাগ্যবান নেতাকর্মী তার বাড়ি থেকে ১০-১৫ কিলোমিটার দূরের প্রতিষ্ঠানেরও সভাপতি হচ্ছেন। ডিও লেটার নেয়ার জন্য শুরু হয়েছে চরম প্রতিযোগিতা। যে প্রতিযোগিতায় স্বাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি থেকে শুরু করে ঝাল-পেঁয়াজের ব্যবসায়ীরাও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। এখন পর্যন্ত যেসব নেতাকর্মী তাদের ডিও লেটার চূড়ান্ত করতে পেরেছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো চৌগাছা মৃধা পাড়া মহিলা কলেজে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শাহজান কবির। চৌগাছা শাহাদৎ পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উপজেলা চেয়ারম্যান এস এম হাবিবুর রহমান। হাকিমপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যুবলীগ নেতা তছলিম উদ্দিন। স্বর্পরাজপুর কলেজে আওয়ামী লীগের উপজেলা সাংগঠনিক সম্পাদক মাস্টার সিরাজুল ইসলাম। হাকিমপুর মহিলা কলেজ ও দেবীপুর এবিসিডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আওয়ামী লীগের উপজেলা সাংগঠনিক সম্পাদক শহিদুল মিয়া। জগদীশপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ডাক্তার এইহিয়া মিয়া। মাড়ুয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে জগদীশপুর ইউপি সাবেক চেয়ারম্যান তবিবর রহমান খান। কান্দী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আওয়ামী লীগ নেতা রফিকুল ইসলাম। নারায়ণপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আওয়ামী লীগের সাবেক উপজেলা সভাপতি আবুল হোসেন মল্লিক।

চাঁদপাড়া কলেজ ও চাঁদপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নারায়ণপুর ইউপি চেয়ারম্যান জয়নাল আবেদিন মুকুল। হাজী মোর্তজ আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উপজেলা চেয়ারম্যানের বড় ভাই এস এম আতিয়ার রহমান। আমজাম তলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উপজেলা চেয়ারম্যানের ভাইপো সাইফুর রহমান বাবুল। পাশাপোল কলেজে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ইমামুল হাসান টুটুল। দশপাকিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আওয়ামী লীগ নেতা আবদুর শুকুর। গরীবপুর আদর্শ বিদ্যাপীঠে উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আবদুর রহিম মল্লিক। সিংহঝুলী মশিয়ুর রহমান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান আলি কদর মোহাম্মদ সামছুজ্জামান। সলুয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আবদুস ছাত্তার। পাতিবিলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে খোকন মিয়া। স্বরূপদাহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যুবলীগ নেতা রিংকু। চৌগাছা মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আনিছুর রহমান। এভাবে উপজেলার সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সভাপতি মনোনয়ন পাচ্ছেন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী। সভাপতি পদে এমন অনেকে মনোনয়ন পাচ্ছেন যারা কোনো দিনই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। আবার অনেকে আছেন যারা ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার সময় চরমভাবে বিরোধিতা করেছিলেন। অন্যদিকে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকার প্রতিষ্ঠানের সভাপতি মনোনয়ন দেয়ার কারণে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।